# বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং- ৪১১৬ এ, তারিখঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৭ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ ১০ম জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় সহকারী জজ হিসেবে মনোনীত জনাব মোঃ শাকিল আহাম্মদ-এর স্ত্রী বেগম সিফাত মুনতাহা সনি'র ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মানবিক সাহায্য প্রসঙ্গে ।

সূত্রঃ জনাব মোঃ শাকিল আহাম্মদ কর্তৃক ১৮/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত সাহায্যের আবেদন পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ১০ম জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় সহকারী জজ হিসেবে মনোনীত জনাব মোঃ শাকিল আহাম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ৩২তম ব্যাচে এলএলবি,এলএলএম সম্পন্ন করতঃ আইনজীবী হিসেবে কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় সহকারী জজ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সিফাত মুনতাহা সনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের (৫৫তম ব্যাচ) সাবেক ছাত্রী। বর্তমানে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। গত বছরের অক্টোবরে তাঁদের প্রথম সন্তান আবরার শানিল জন্মলাভ করে। কিন্তু সন্তান জন্মের দিন দশেকের মাথায় ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়ে তাঁর স্ত্রী সিফতা মুনতাহা সনির শরীরে। তারপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় নির্ণীত হয় যে, তাঁর স্ত্রী সিফতা মুনতাহা সনি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসকের পরামর্শে তড়িঘড়ি করেই তাঁদের সীমিত সামর্থ্যে সিঙ্গাপুরে (ন্যাশনাল ক্যানসার সেন্টারে) গিয়ে চলে কেমোথেরাপি; কিন্তু ব্যর্থ হয় সে থেরাপি। ডাক্তাররা বললেন, তাঁর স্ত্রীকে বাঁচাতে হলে শীঘ্রই তার Bone Marrow Transplant করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন দেড় থেকে দুই লাখ সিঙ্গাপুর ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় নব্বই লাখ থেকে সোয়া কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থের সংকুলান করা তাঁর পক্ষে এককভাবে সম্ভবপর নয়। ফলে, তিনি নিরুপায় হয়ে তাঁর স্ত্রী সিফাত মুনতাহা সনির চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট হতে আকুলভাবে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

এমতাবস্থায়, ১০ম জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় সহকারী জজ হিসেবে মনোনীত জনাব মোঃ শাকিল আহাম্মদ-এর স্ত্রী বেগম সিফাত মুনতাহা সনি'র ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মানবিক সাহায্যের আবেদনখানা এতদসংঙ্গে প্রেরণ করতঃ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তাকে এতদ্উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রদানক্রমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদন- ১ ফর্দ।

স্বাঃ/-
(আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন)
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ৯৫১৪৬৪৬
ই-মেইলঃ registrar_hcd@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং- ৪১১৬(৪১) এ, তারিখঃ ১৭ /০৫/২০১৭ খ্রি.

**অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ-**

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। মহা-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৬। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৭। জেলা ও দায়রা জজ,---------- ----- (সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮। মহানগর দায়রা জজ, --- ---------- ---------- (সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
১০। বিচারক(জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।

১১। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমনট্রাইব্যুনাল,------- ---------- (সকল)।
১২। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ---------- ---------- (সকল)।
১৩। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১৪। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----- ---------- (সকল) (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৬। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৭। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।
১৮। বিচারক( জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৯। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
২০। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২১। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
২২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৩। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২৪। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২৫। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৬। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৭। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা (কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৮। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা (আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৯। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা (ইন্সটিটিউটে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩০। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা (কমিশনে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩২। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ কর্ম কমিশন সচিবালয় (পিএসসি), ঢাকা।
৩৪। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৫। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৬। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,------ ----------(সকল)
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৭। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,--------- ----------(সকল)
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৮। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩৯। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৪০। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪১। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪২। সিস্টেম এনালিস্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

17.05.17

(মো'তাছিম বিল্যাহ)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২।

তারিখ: ১৮ই এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

বরাবর

মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

বিষয়: চিকিৎসার অর্থব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মানবিক আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ৩২তম ব্যাচে এলএলবি, এলএলএম সম্পন্ন করত অ্যাডভোকেট হিসেবে প্র্যাকটিস্‌রত অবস্থায় বাংলাদেশ দশম জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় সহকারী জজ হিসেবে মনোনীত হয়েছি। আমার স্ত্রী সিফাত মুনতাহা সনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ২০০৫/২০০০৬ শিক্ষাবর্ষের (৫৫তম ব্যাচ) সাবেক ছাত্রী; বর্তমানে তিনি পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কুষ্টিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত আছেন।

গত বছরের অক্টোবরে আমাদের প্রথম সন্তান আবরার শানিল জন্মলাভ করে। কিন্তু সন্তান জন্মের দিন দশেকের মাথায় ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়ে আমার স্ত্রী সিফতা মুনতাহা সনির শরীরে। তার পর বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষায় নির্ণীত হয় যে, আমার স্ত্রী সিফতা মুনতাহা সনি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসকের পরামর্শে তড়িঘড়ি করেই আমাদের সীমিত সামর্থ্যে সিঙ্গাপুরে (ন্যাশনাল ক্যানসার সেন্টারে) গিয়ে চলে কেমোথেরাপি; কিন্তু ব্যর্থ হয় সে থেরাপি। ডাক্তাররা বললেন, আমার স্ত্রীকে বাঁচাতে হলে শীঘ্রই তার Bone Marrow Transplant করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন পড়বে দেড় থেকে দুই লাখ সিঙ্গাপুরি ডলারের, বাংলাদেশী টাকায় প্রায় নব্বই লাখ থেকে সোয়া কোটি টাকা।

দ্বিতীয় দফায় এই বিপুল অর্থের সংকুলান করা আমার পক্ষে এককভাবে সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় আমি নিরুপায় হয়ে আমার স্ত্রী সিফাত মুনতাহা সনির চিকিৎসার উক্ত অর্থব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে আপনার মাধ্যমে বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট হতে আকুলভাবে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।

বিনীত

(মো. শাকিল আহাম্মদ)
মোবাইল: ০১৭১৫ ৬৯৫২২২।